R. N No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No: WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১১ সাল।
১লা ডিসেম্বর, ২০০৪ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা।
বার্ষিক : ৫০ টাকা

পোলিও বিরোধী ডাক্তারকে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের শো-কজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সদ্য মুর্শিদাবাদ জেলায় পালস পোলিও সার্বিক অভিযানে মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ও ১২ জন শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর চিত্র ম্লান হয়ে গেল। সুতী-২ ব্লকে পোলিও অভিযানে সামিল হয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। পালস পোলিও বয়কটের ঘটনা ঘটে সুতী-১ এর পাড়াইপুর ও রঘুনাথগঞ্জ-২ এর শ্রীধরপুরে। পরে উপস্বাস্থ্য আধিকারিক ও মহকুমা শাসকের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে উঠে যায় বয়কট। এযাবৎ ২ লক্ষ ৪৩ হাজারেরও বেশী সংখ্যক শিশুকে পোলিও খাওয়ানো হয়। পোলিও খাওয়ানোর বিরোধিতা করলেন স্বাস্থ্য দপ্তরেরই জঙ্গিপুর মহকুমা সাব-জেলের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আবদুল রউফ। গত ২৪/১১/০৪ তাঁর শিশুকে পোলিও খাওয়াতে স্বাস্থ্য কর্মীরা তাঁর ফুলতলা বাসায় গেলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী পোলিও খাওয়াতে আগ্রহী নন বলে জানান। স্বাস্থ্য কর্মীরা ডাঃ রউফের বিরুদ্ধে তাঁর শিশুকে পোলিও না খাওয়ানোর অভিযোগ আনেন। স্বাস্থ্য কর্মীদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুলিশী গাফিলতিতে ভাগীরথী ব্রীজের ওপর নিরাপত্তা-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই হারাতে বসেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ভাগীরথী নদীর ওপর ব্রীজ চালু হওয়ায় এলাকার মানুষের দ্রুত যাতায়াতে সুবিধা হলেও পুলিশী গাফিলতিতে ব্রীজের ওপর দিয়ে সাইকেল আরোহী বা হাঁটা পথে মানুষের বিপদ আসছেই। হালফিল চিত্র—রঘুনাথগঞ্জ শহরে ব্রীজের মুখে এক দিক অবরোধ করে খড়-ধান বোঝাই লরি, খালি বাস ও ট্রেকার প্রায় সময় দাঁড়িয়ে থাকছে। ফুলতলার ট্রাফিক পুলিশ চাঁদির জুতো খেয়ে এ সব কিছুকে প্রশ্রয় দিচ্ছে দিনের পর দিন। ব্রীজের ওপর যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণেও কোন কড়াকড়ি নেই। গত ২৩ নভেম্বর রাত ১১টা নাগাদ জঙ্গিপুর পারে ব্রীজের দ্বিতীয় সিঁড়ির কাছে চাকায় পিষ্ট হয়ে এক পথচারীর শোচনীয় মৃত্যু হয়। ২৯ নভেম্বর ব্রীজের ওপর একটি শক্তিমান লরির সঙ্গে মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে মোটর সাইকেলের দুই শিশু আরোহী গুরুতর আহত হয়। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে কলকাতা পাঠানো (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে দুষ্কৃতীদের প্রহারে চার কর্মী আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে গত ২৫ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের এক প্রসূতি নীলিমা সিংহ রায় ও তাঁর সদ্যজাত কন্যার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। রোগীর বাড়ীর লোকজন কার্ড ছাড়া ও ভিজিটিং আওয়ার অতিক্রম হওয়ার পরও ভিতরে ঢুকতে চান। গেটে কর্তব্যরত স্বাস্থ্য-কর্মীদের সঙ্গে রোগীর বাড়ীর লোকজনের বচসা হাতাহাতি পর্যায়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে সুপার ছুটে আসেন। মিঠিপুর নিবাসী রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সভাপতি নৃপুর সিংহ রায়ের নেতৃত্বে একদল সি, পি, আই, এম সমর্থকও এসে পৌঁছায়। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ঘটনাটি মিটিয়ে দেন সুপার ডাঃ অসীম হালদার। পুনরায় ২৭ নভেম্বর দুপুর ১২টা নাগাদ মিঠিপুরের একদল যুবক ও হাসপাতাল চত্বরে অ্যাম্বাসাডার (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জে পরিস্রুত জল সরবরাহ নানা কারণে দেরী হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পারের পরিস্রুত জল পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভাগীরথী ব্রীজ হয়ে রঘুনাথগঞ্জ শহরে আসবে ঠিকই তবে নির্দিষ্ট কোন সময় দেয়া যাচ্ছে না। পি এইচ ই দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মী এই আশ্বাস দেন। দেরীর কারণ প্রসঙ্গে তিনি জানান—জঙ্গিপুর পুরসভা থেকে পাঠানো প্ল্যানিং ও ডিজাইনিং এ কিছু ত্রুটি বার হয়। এছাড়া এর মধ্যে দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বদলি হয়ে যান। পরবর্তীতে যিনি আসেন তাঁরও বাবা হঠাৎ মারা যান। এর ফলে নবাগত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ছুটিতে থাকায় স্বাভাবিকভাবে এই কাজের টেন্ডার ডাকতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। প্ল্যানিং ও ডিজাইনিং সংশোধন করে খুব তাড়াতাড়ি টেন্ডার ডাকার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জে পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হবে না বলে যে রটনা চলছে সেটা ঠিক না। কেননা জঙ্গিপুর পুরসভার একটা মোটা টাকা পি এইচ ই দপ্তরে জমা আছে।

মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার শতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের প্রারম্ভিক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার (উঃ মাঃ) শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক প্রারম্ভিক সভা হয় গত ২৬ নভেম্বর '০৪। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে বীরভূমের জেলা জজ আবদুল কাদির। প্রধান অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদ্রাসার প্রাক্তন সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১১ সাল।

॥ ঘাত-প্রতিঘাত ॥

বন্ধু সরকারের সঙ্গে বন্ধু বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি চালু করিবার যে সিদ্ধান্ত লইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে এ বি টি এ সোচ্চার হইয়াছে। সম্প্রতি কোচবিহারে অনুষ্ঠিত এ বি টি এ'র রাজ্য সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলিয়াছেন যে, প্রাথমিকে ইংরাজি শিক্ষার দরকার নাই। এ বি টি এ'র লিখিত আপত্তি সত্ত্বেও রাজ্য সরকার প্রাথমিকে ইংরাজি চালু করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে সংগঠন একনাগাড়ে আন্দোলন চালাইবার কথা বলিয়াছে। ইচ্ছা না থাকিলেও রাজ্যের শিক্ষকেরা প্রাথমিকে ইংরাজি পড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষার বিষয়টি রাজ্য সরকার পূর্বে বন্ধ করিয়া দিলেও বিভিন্ন মহল হইতে ইংরাজি পুনরায় চালু করিবার দাবি উঠায় সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন এবং সেইজন্য ইংরাজি শিক্ষা প্রাথমিকে চালু করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বামপন্থী সরকারের সমর্থনপুষ্ট বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন কোচবিহারে রাজ্য শিক্ষক সম্মেলনে ইহার তীব্র বিরোধিতা করায় এক অস্বস্তিকর অবস্থায় সরকার পড়িয়াছেন। কেননা প্রাথমিকে ইংরাজি শিক্ষা চালু করিবার জন্য এ বি টি এ লাগাতার সরকার বিরোধী আন্দোলনে নামিবার হুমকি দিয়াছে। এ বি টি এ বলিয়াছে যে, পঞ্চম শ্রেণী হইতে ইংরাজি চালু করিতে আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত। প্রাথমিকে ইংরাজি শিক্ষা সরকার যাহাতে বাতিল করেন, তাহার জন্য এ বি টি এ এই রাজ্যে কনভেনশন, সেমিনার করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছে।

এ বি টি এ-র সাধারণ সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ইংরাজি চালু করার পূর্বেই এই শিক্ষক সংগঠন রাজ্য সরকারকে লিখিত-ভাবে আপত্তি জানাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষকেরা সরকারী সার্কুলার মানিয়া প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি পড়াইতে বাধ্য হইলেও শিক্ষক আন্দোলন থামিয়া যাইবে না বলিয়া শিক্ষক সংগঠন ঘোষণা করিয়াছে। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার কি বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ-র সহিত সংঘাতে অবতীর্ণ হইবেন? কিন্তু এই সংঘাত তো সরকারের কাম্য নহে। সুতরাং একটা কার্যকরী পন্থা স্থির করিবার জন্য উভয়কেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরিয়া এক ডামাডোলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। সুস্থির শিক্ষানীতি আজিও নির্ধারিত হয় নাই। পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষার দোলাচল অবস্থা চলিয়া আসিতেছে। যে ইংরাজি শিক্ষা লইয়া এত হৈ চৈ হইতেছে, দেখা যাইবে যে, রাজ্যের মন্ত্রী ও আমলাদের সন্তানেরা ইংরাজি মিডিয়মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইঁদুর-দৌড় শুরু করিতেছে। ফলতঃ রাজ্যবাসী সাধারণ মানুষ ও আমলা-মন্ত্রীদের সন্তানদের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইংরাজির মধ্যে সামঞ্জস্যের যথেষ্ট অভাব। এই উভয়বিধ শিক্ষায় ইংরাজির জন্য শিক্ষার্থীদের নাকালের শেষ নাই। 'গ্রেস'-নম্বরের ঢালাও ব্যবস্থায় শিক্ষা পর্ষদ ও শিক্ষা সংসদের দাক্ষিণ্যে তাবৎ পরীক্ষার্থীরা যে উপকার পাইতেছে, সর্বভারতীয় স্তরে তাহা হাসির খোরাক জোগাইতেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সন্তান-সন্ততি চলিতেছে। দুর্যোগ কত দিনে কাটিবে কে জানে?

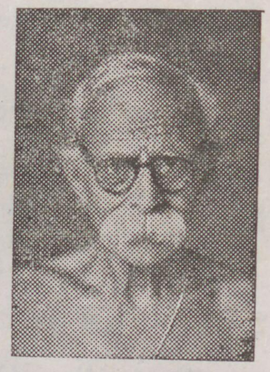

প্রসঙ্গ দাদাঠাকুর

[শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর) জীবিত-কালেই হয়ে উঠে-ছিলেন এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িককালে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতি ব্যক্তির লেখনীতে উঠে এসেছে তাঁর প্রসঙ্গ। 'প্রসঙ্গ দাদাঠাকুর' শিরোনামে সেই সব অনবদ্য রচনা প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সংখ্যার লেখক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।]

আনন্দমূর্তি মহাপুরুষ দাদাঠাকুর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার এই সুদীর্ঘ ৮৫ বৎসরের জীবনে যে কয়জন, সত্যকার মহাপুরুষ যাঁহাদের বলিব, এমন মানবের সঙ্গে পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে শরৎ পন্ডিত মহাশয়ের কথা প্রথম কয়েকটি নামের সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—ইহারা ছিলেন, গীতার কথা অনুসারে, "বিভূতিমৎ সত্ত্ব"—শাশ্বত সত্ত্বা বা সত্ত্বের তেজ বা মহিমার এক বিশেষ অংশ বা প্রকাশ। অন্য মহাপুরুষের সঙ্গে ইহাদের তুলনা হয় না। কিন্তু সমাজে ছোট-বড় নানান উচ্চকোটির ব্যাক্তিত্বের, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ অভাব এখনও হয় নাই।

যে সব মনীষী ও ঋষিকল্প ব্যক্তি, জ্ঞানী ও গুণী, গুরু ও দেশিক, চরিত্রবান ও হৃদয়বান ব্যক্তি আমাদের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ আসিয়া দেখা দেন, জীবনকে পূত ও সার্থক করিয়া তুলিতে সহায়তা করেন, তাঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র পন্ডিত মহাশয় ছিলেন দিব্য প্রতিভায়,—অসাধারণ রসজ্ঞতায়, আশুকবিত্ব শক্তিতে, মানুষের দোষ-গুণ ধরিবার ও উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া ফেলিবার মানবোত্তর ক্ষমতায় তিনি যেন ছিলেন এই জগতের ঊর্ধ্বের দৈব্য-গুণসম্পন্ন কোনও জগৎ হইতে আগত এক বিস্ময়। নানা অলৌকিক শক্তি, সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁহার রহন-সহন, ধরন-ধারণ, চলন-বলন, মনন-বচন, গায়ন-পাঠনে প্রকাশিত হইত, তাহা তাঁহার ঋজু সুদীর্ঘ সুগৌর সুনাসিক সুনয়ন দেহ-সৌন্দর্যে প্রতিফলিত হইয়া সকলের মন হরণ করিত; এবং যেন রাজ মর্যাদায় ভূষিত সেই দেহ-সৌন্দর্যকে তাঁহার সরলতম অনাড়ম্বর বস্ত্র-সজ্জায়—একখানি সাদা ধুতি ও কাঁধে যেন অবহেলার সঙ্গে ফেলা একখানি সাদা উত্তরীয়—সুস্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিত, শ্রদ্ধায় সকলেরই মাথা তাঁহার পাদুকা-বর্জিত দুই চরণ-কমলের ধূলিকণার জন্য সম্ভ্রমের সঙ্গে অবনত হইত। আর তাঁহার হৃদয়ের কথা কি বলিব—তাঁহার মত সত্যকার সহানুভূতি-শীল দরদী এখন জগতে দুর্লভ। দুঃখী মানুষ, বিশেষ করিয়া নিরপরাধ নিপীড়িত অত্যাচারিত নিরুপায় মানুষের দুঃখ, এই নির্ধন সহায়-সম্বলহীন সত্যবাক তেজস্বী সদা-শিব-সংকল্প ব্রাহ্মণের মনকে বিচলিত করিত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার লঘু রসালাপের অন্তরালে একটা সদাজাগ্রত লোকহিতৈষণা তাঁহাকে জীবনে কখনও জড়বৎ নিশ্চেষ্ট সহিষ্ণু-প্রকৃতির করে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের ছোট-খাটো নানা ব্যাপারে প্রকাশ পাইত। পন্ডিত মহাশয়ের রসিকতা, শব্দ লইয়া তাঁহার অদ্ভুত পরিহাস-মিশ্র খেলা—এসব তাঁহার শ্বাস-গ্রহণের মতই সহজ ও সাবলীল এবং নির্বাধ ছিল।

সংকলক : কৃশানু ভট্টাচার্য

পরীক্ষা এবং পাশ ফেল প্রথা

মীনাক্ষী রায়

পরীক্ষায় পাশ ফেল প্রথা থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। কোনও কোনও মহলের মতে পাশ ফেল প্রথা থাক আবার কোনও কোনও মহল মনে করেন পরীক্ষা এবং পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষা এবং পাশ ফেল প্রথা দীর্ঘদিন ধরে, বলতে গেলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু থেকেই চালু আছে। বছরে তিন চারটি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করা হয়, সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এক বিফল ছাত্র-ছাত্রীদের সেই শ্রেণীতেই রেখে দেওয়া হয়।

পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার স্বপক্ষে মূল যুক্তি হল এইভাবে বছরে মাত্র তিন চারটি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করবেন এবং পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হবে কোনও রকম পরীক্ষা ছাড়াই। এই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন নয়। প্রাচীন-কালে গুরুগৃহে ছাত্রদের মূল্যায়ন এই ভাবেই করা হত। সময়ের নিরিখে কিংবা পরীক্ষার নিরিখে নয়, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির নিরিখেই ছাত্ররা গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত করতেন। তারপর মঙ্গল স্নান করে স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত হতেন। এটি একটি উচ্চাঙ্গের মূল্যায়ন পদ্ধতি সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যেখানে প্রতি শ্রেণীতে অর্ধশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী সেখানে এই ভাবে মূল্যায়ন কি সম্ভব ?

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই পরীক্ষার সময়েই পড়াশুনা করে, পাশের তাগিদে। পাশ ফেল প্রথা তুলে দিলে সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান অগ্রগতির পরিবর্তে অবনতির দিকেই যাবে বলে মনে হয়। বর্তমান পরিকাঠামোয় পাশ ফেল প্রথা বজায় রেখে ঘন ঘন পরীক্ষার মাধ্যমেই সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব। এখানে মনে রাখতে হবে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই সাধারণ মানের। পরিকাঠামোর খোল নলচে পালটে ফেলা সম্ভব হলে অন্য রকম চিন্তা করা যেতে পারে।

ভিন্ন চোখে

'হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে শুধু শিশিরের জল ;
অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে। হিম হয়ে আসে
বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা।'

অথবা 'হেমন্ত আসিয়া গেছে—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি / ঘুঘুর পালক যেন করে গেছে / —শালিকের নেই আর দেরী, ঝরিছে মরিছে সব এইখানে / —বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।' রূপসী বাংলার এই হল হেমন্তের চালচিত্র। হেমন্তের কুয়াশায় ঝরে পড়া রূপশালীধান, রাতের অন্ধকারে ভেসে আসা নিমপেঁচার ডাক, মেঠো ইঁদুরের পাকা ফসল কুড়িয়ে গর্তে সঞ্চয়—সব কিছুই ঘটে এই বাংলায়। এই হেমন্তেই কাটা হবে ধান। কৃষকের গোলায় ফসলের বান ডাকবে। নূতন অন্ন ঘরে আনবার আনন্দকে ধরে রাখার জন্যই নবান্ন উৎসব। 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন।' গ্রামবাংলায় নবান্ন উৎসব। এপাড়া—ওপাড়ায় উৎসবের মাতন। কাকভোর থেকে উৎসবের প্রস্তুতি। এয়োতীরা ব্যস্ত আচার পালনে। এই নবান্ন-উৎসবের ছবি ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে। উৎসবের আনন্দ সলতে পাকাতে পাকাতেই প্রদীপের আলো নিভু নিভু। গ্রামবাংলার মানুষ এখন প্রকৃতির শিকার। জীবিকার সন্ধানে মানুষ দিকভ্রান্ত। চাষীরা হয়ে যাচ্ছে কারখানা অথবা কোন ইঁটভাটার মজুর। কোথাও বা সব্জির ফেরিওয়ালা। তবুও ইঁদুরের মুখে ক্ষুদের গন্ধের মত মানুষের সমগ্র সত্তায় জেগে আছে জীবনকামনা। বাংলার মাঠ-ঘাট-গাছ গাছালি-নির্জন প্রান্তর হেমন্তের ধান মনকে মোহময় করে তোলে। হেমন্তের পূর্ণিমার রাতে এক মাঠ ঘন কুয়াশায় মাখামাখি হয় চাঁদের আলো।

— মণি সেন

প্রাণী সম্পদ পালনে স্বনির্ভরতা বিষয়ক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের সমষ্টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক ডাঃ চন্দন মুখার্জী গত ১৮ নভেম্বর মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রাণী সম্পদ পালনে স্বনির্ভরতা বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদক ও দুগ্ধ উৎপাদক সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ছাড়া বহু স্বচ্ছল চাষী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ডাঃ মুখার্জী গরুর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেন। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান খলিলুর রহমান এ ব্যাপারে সর্ব প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক ছাগল ও হাঁস-মুরগীর অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে সংকর জাতীয় বাছুরের এক প্রদর্শনী হয়। ভালো বাছুরের পালকদের পুরস্কৃতও করা হয়। স্থানীয় বিডিও ও পঞ্চায়েত সভাপতি অনুষ্ঠানে না আসায় উৎপাদকরা ক্ষুন্ন হন।

গণপিটুনিতে এক ছিনতাইকারীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার সুজনীপাড়া গ্রামের মাঠে এক চাল ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই করতে গিয়ে তিন ছিনতাইকারীর মধ্যে একজন পালিয়ে যায়, একজন গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং একজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, ঘটনার দিন বিকেল তিনটে নাগাদ সুজনী-পাড়ার পূর্ব মাঠে বীরভূমের এক চাল ব্যবসায়ীর ওপর চড়াও হয়ে তিন দুষ্কৃতী তার টাকা ছিনতাই করতে গেলে ঐ ব্যবসায়ীর চিৎকারে আশপাশ মাঠে কর্মরত বেশ কয়েকজন চাষী এসে হাতে নাতে দু'জন ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলেন। একজন পালিয়ে যায়। গণপিটুনিতে একজন ঘটনাস্থলে মারা যায়। একজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছিনতাই-কারীরা তিনজনেই পাশের গ্রাম পাথুয়াপাড়ার। মৃত যুবক ওখানকার কাজের সেখের ছেলে জামেরুল। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি আছে সহমত সেখ এবং পালিয়ে গেছে মামলত সেখ বলে জানা যায়।

আলকাপ সম্রাটের জন্ম উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আলকাপ সম্রাট ঝাকসুর জন্মস্থান জঙ্গিপুর এলাকার ধনপতনগরে গত ১৭ নভেম্বর তাঁর জন্মোৎসব হয়ে গেল। নানা আঙ্গিকের মধ্যে ছিল রাস্তাদৌড়, আবৃত্তি, গান, আলোচনা, নাটক ও আলকাপ। এই লোকগানের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হয় ঝাকসুর অবদানের প্রেক্ষিতে। কয়েক বছর আগে থেকে এই মেলা শুরু হলেও এবারেই প্রথম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এগিয়ে এসেছে সহযোগিতায় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন জানানো হয়েছে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে এখানে ঝাকসু স্মরণে একটি আলকাপ মেলার আয়োজন করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে। স্থানীয় ক্লাব ও যুব সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে এই অনুষ্ঠানে সামিল করার প্রয়োজন ছিল বলে গ্রামের মানুষ মনে করেন।

বাঘড়ী অঞ্চলের কৃষিজীবীরা অত্যাচারিত—অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাঘড়ী অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের অভিযোগ, রাঢ় এলাকার জমির মালিকদের নিয়োগ করা আগলদাররা জমির ফসল পাহারার নামে তাদের কাছ থেকে জোরজুলুম ধান আদায় করছে। যেখানে নিয়মমতো বিঘা প্রতি ৩০ আঁটি ধান আগলদাররা পেয়ে থাকে সেখানে বাঘড়ী এলাকার জমি মালিকদের কাছ থেকে বিঘা প্রতি ১২০ থেকে ১৫০ আঁটি ধান তারা আদায় করছে। অন্যদিকে জমি থেকে ধান আনতে গেলে উমরপুর ট্রাক মালিক সিন্ডিকেট গাড়ী পিছু ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা দাবী করছে। অথচ বীরভূমের বাঁশলৈ থেকে এখনও ১১০০-১২০০ টাকা লরি বালি সিন্ডিকেট মালিকরা নিয়মিত শহর এলাকায় নিয়ে আসছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ওপর সব দিক থেকে এইভাবে জুলুম চললেও দেখার কেউ নেই। পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এর কোন প্রতিবিধান হয়নি বলে বাঘড়ী অঞ্চলের কৃষিজীবীদের অভিযোগ।

সাংস্কৃতিক চেতনায় বংশীয়া গ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : দেরীতে পাওয়া এক খবরে জানা যায় সাগরদীঘির অবহেলিত গ্রাম বংশীয়ায় দুর্গা পুজোর সপ্তমীর দিন মহাসমারোহে সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে ছেলেমেয়েরা এই উৎসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বহু দিন থেকে বংশীয়ার একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অনেক গুণী শিল্পীর জন্ম হয়েছে এই ছোট্ট গ্রামটিতে। যাঁদের মধ্যে অনেকেই সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকেন। জেলার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুব্রত দত্ত এই গ্রামেরই ছেলে। এছাড়া সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে প্রবীণ শিল্পী ও শিক্ষক নৃত্যগোপাল রায়, প্রবীর দত্ত, জয়গোপাল রায়, সিদ্ধার্থশংকর রায়, মধুসূদন দত্ত, দেবারতি দত্ত প্রমুখ বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

নিখোঁজ

আমার একমাত্র ছেলে প্রদীপ দাস (১৪) গত ২৯ নভেম্বর বেলা ১০টা থেকে নিখোঁজ। তার পরনে নীল রঙের ফুল প্যান্ট ও পিত্তি রঙের সার্ট আছে। গায়ের রঙ ফর্সা, কপালে ও নাকে কাটা দাগ আছে। উচ্চতা ৫ ফুট। কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পেলে নিচের ফোন নম্বরে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

দিলীপ দাস, তেঘরী, পোঃ রাজপুত তেঘরী (মুর্শিদাবাদ)

ফোন নম্বর : (০৩৪৮৩) ২৬৯৮৩৩

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় পন্ডিতের বাগানের দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর বাউন্ডারী দেওয়া দু' কাঠা জায়গা বিক্রী হবে। নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

(০৩৪৮৩) ২৬৬৬৩১ (সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ৮টা)

পাত্র চাই

ক্ষত্রিয়, কাশ্যপ গোত্র, B. A., B. P. E. D., সুশ্রী, উদামী ২৬ বছর, ৫' ৩", অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা, S.S.C. পরীক্ষায় ৩ বার পাশ, কিন্তু চাকুরী প্যানেলভুক্ত হয়নি। ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সে উত্তীর্ণা। জঙ্গিপুর মহকুমায় বর্তমানে LICI এজেন্টরূপে কর্মরতা। উপযুক্ত চাকুরে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উচ্চ অসবর্ণ পাত্র চাই। অতি শীঘ্র বিবাহ। জঙ্গিপুর মহকুমা অগ্রগণ্য।

ফোন নম্বর : (০৩৪৮৩) ২৬৪১৮১

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আধিকারিকের শো-কজ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সচ্চিদানন্দ সরকার ডাঃ রউফকে পোলিও বিরোধীতার কারণ দর্শাতে বলেছেন। এদিকে ডাঃ রউফ না খাওয়ানোর জন্য ঐ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরাও তাঁদের শিশুদের পোলিও খাওয়াতে নারাজ। ডাক্তার যেখানে পোলিও খাওয়াচ্ছেন না, সেখানে আমরা কেন আমাদের বাচ্চাদের খাওয়াবো বলে জনৈক নরুল সেখ মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর হাসপাতালের সুপার ডাঃ অসীম হালদার বলেন, ডাঃ রউফকে দিয়ে ফুলতলা অঞ্চলে পালস পোলিও অভিযান পরিচালনা করা হবে। জঙ্গিপুর হাসপাতালের অন্যান্য ডাক্তাররাও এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ডাঃ কেশরী বলেন, যেখানে সবাইকে আমরা সামিল করছি পোলিও নির্মূল করে শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে, সেখানে একজন ডাক্তারের এই ধরনের বিরোধীতা সত্যই দুঃখজনক ঘটনা।

সব কিছুই হারাতে বসেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ব্রীজের ওপর বাস বা ট্রেকার থামিয়ে যাত্রী ওঠা নামা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। জঙ্গিপুর পারে ব্রীজ থেকে কলেজ হোস্টেল ছাড়িয়ে মহম্মদপুর হলুদ মিল পর্যন্ত রাস্তার এক দিক দখল করে খালি লরির লম্বা লাইন এলাকার মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। রাস্তার পরিধি ছোট হয়ে যাওয়ায় যে কোন সময় বড় বিপদের আশংকা করছেন তাঁরা। এছাড়া পুলিশী গাফিলতিতে সন্ধ্যে রাতে ছিনতাই, দেহ ব্যবসা সব কিছু চলছে এখানে।

প্রহারে চার কর্মী আহত (১ম পৃষ্ঠার পর)

রাখা সি, আই, টি, ইউ এর ড্রাইভারদের হাতে মানিক সরকারসহ ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের ৩ জন প্রহৃত হন। এদের মধ্যে তারক চৌধুরীর হাত ভেঙে যায়। বাকী দু'জন মিলন সেন ও মধুসূদন মন্ডল গুরুতর আঘাত পান। এরা প্রত্যেকেই কো-অর্ডিনেশন কর্মী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। সুপার অসীম হালদার থানাতে জানালে ও, সি এবং এ সি এম ও এইচ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বামফ্রন্টের নেতা ও মিঠিপুরের নির্বাচিত ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানান, "তাঁর দলের লোক বা রোগীর বাড়ীর লোক এই গন্ডগোলের সঙ্গে যুক্ত নন।" পুলিশ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের অবস্থা এখন "শ্যাম রাখি না কুল রাখি।" কারণ গোটা বিষয়টাই বামদলের লোকজন জড়িত। ও, সি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন এফ, আই, আর করেনি। এদিকে হাসপাতাল সুপার জানান এফ, আই, আর করা হয়েছে। শেষ খবরে প্রকাশ, পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে মিঠিপুর গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। ধৃত প্রবীর সিংহ রায়, বুধন দাস ও গুরুদাস সিংহ রায় কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। পুলিশ নিজের গা বাঁচাতে কিছু নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করেছে যারা আদৌ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে এলাকার কংগ্রেসীদের অভিযোগ।

ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ডিজেল ও পেট্রোল গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করা হয়।

সাহা পলিউসন কনট্রোল সেণ্টার

(উমরপুর ঐশ্বর্য্য হোটেল)